

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



আন নাফির বুলেটিন -৩০

পরিবেশনায়

النصر
AN-NASR

শাওয়াল ১৪৪০ হিজরী

হে শামের সিংহগণ! হিম্মত করুন! হিম্মত করুন!

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اصبروا وصابروا وربطوا واتقوا لله لعلكم تفلحون

“তোমরা সবর অবলম্বন কর, মুকাবিলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষার জন্য স্থিত হয়ে থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” [সূরা আলে ইমরান-২০০]

হে শামের সিংহ ও বীরযোদ্ধাগণ! হে আমার সম্মানিত ভাইগণ! আপনাদের উপর আল্লাহ তা'আলার শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক! আম্মাবাদ...

মহান দয়ালু আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, আপনাদের প্রতি আমাদের এ বার্তাটি এমন অবস্থায় পৌঁছুক, যখন আপনারা সর্বোত্তম অবস্থায় ও সর্বোত্তম পরিণতিতে আছেন, আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী এবং তার ভয়ে ভীত ও তার রহমতের আশাবাদী হয়ে আছেন। আমীন!

হে কল্যাণময় বাহিনী! আমরাও এই কল্যাণময় জিহাদে আপনাদের পিছু পিছু চলছি, যে জিহাদের পথে আপনারা আপনাদের ঈমান ও হিকমতের প্রেরণায় অনেক সুখের বঞ্চনা ও দুঃখের আলিঙ্গনকে স্বাগতম জানিয়েছেন। আমরা আপনাদের সাথে আছি আপনাদের সেই দুর্বাবস্থার মাঝেও, যখন অনেক লোক আপনাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে আর অনেক লোক আপনাদেরকে

শত্রুতার টার্গেট বানিয়েছে। কেউ কেউ আপনাদের বিপদের অপেক্ষায় আছে আর কেউ কেউ আকস্মিকভাবে ধরার জন্য ষড়যন্ত্র করছে।

নিশ্চয়ই এটি একটি ব্যাপক পরীক্ষা, যেখানে মন্দচারীরা মুজাহিদগণকে ঘায়েল করতে একটুও অলসতা করছে না এবং অনিষ্টবাদীরা কল্যাণপ্রত্যাশী ও তার বিশিষ্টজনদের উপর ঝাপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিতে একটুও বিরতি দিচ্ছে না।

নিশ্চয়ই ইসলাম এসেছে, হিজরত ও জিহাদের বিধান দিয়েছে এবং তার অনুসারীদের জন্য শক্তি ও দাপট ব্যতীত কোন কিছুই আশ্রয় নেওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এমন শক্তি ও দাপট, যার উর্ধ্বে কোন শক্তি নেই। ইসলাম ঈমানদেবকে অবাধ্য কাফেরদের মোকাবেলায় তরবারী উন্মুক্ত করতে অনুমতি দিয়েছে। যেন তাদের অনিষ্ট দূর করা যায় এবং হকের দাওয়াত এমনভাবে চলতে পারে, যাতে নৈরাজ্যকারীদের বাঁধা তার পথরোধ করতে পারে না।

নিশ্চয়ই শামের ভূমিতে চলমান এই বরকতময় জিহাদী কাজ, সেই নবুওয়াতী কাজ ও দায়িত্বের মত, যা পৃথিবীকে শিরক ও সুকুমার্যবিধ্বংসী নিয়ম-নীতি থেকে পবিত্র ও শুদ্ধ করে। এধরণের কাজিত শুদ্ধিকর্ম একটি জাতির মাঝে তখনই প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকরী হতে পারে, যখন তার জন্য প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হয়। আর তার পিছনে অসংখ্য তরবারী তাকে সাহায্য ও মদদ দিয়ে যায়।

সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর অধপতন ও ইসলামী খেলাফত না থাকার এই সময়ে ইসলামের জন্য এমন শক্তিশালী দল ও সংগঠন থাকা প্রয়োজন, যারা কিতাবুল্লাহ ও লোহার মাধ্যমে এমন

কর্মপন্থা গ্রহণ করবে, যা এই পবিত্র জিহাদকে জারি রাখবে, আগ্রাসীদেরকে প্রতিহত করবে এবং উম্মতের মাঝে ও অন্ধ সম্প্রদায়ের মাঝে আড়াল হয়ে থাকবে।

আপনাদের মহান ইলমে এটা আদৌ অজানা থাকার কথা নয় যে, ইসলামী দাওয়াতের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হল, হক ক্ষমতা ও দাপটের আসনে অধিষ্ঠিত থাকা। কারণ শক্তি ও দাপট এমন বিষয়, যার প্রতি সকলের মন আকৃষ্ট হয় এবং তার নৈকট্য কামনা করে।

যেমনভাবে ইসলামের আরেকটি মৌলিক উদ্দেশ্য হল, তার অনুসারীরা কাফেরদের থেকে সুরক্ষিত থাকবে। তাদের বিরোধীদের তাদের উপর কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। তারা নিজেদের বড়দের সম্মান রক্ষা করতে পারবে এবং দেশের নেতৃত্ব ও সম্মান ধরে রাখতে পারবে। যেন হকপন্থীগণ তাদের বিরোধীদের প্রভাবাধীন জীবন কাটাতে বাধ্য না হন, যারা তাদের হক নষ্ট করবে এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদা পদদলিত করবে।

অতীতে আপনাদের মুসলিম পূর্বপুরুষগণ এমনই ছিলেন। তারা স্বভাবগতভাবেই যুগের যেকোন সমস্যার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। তারা ছিলেন লড়াই ও সংগ্রামের জাতি। জিহাদ ও স্বাধীনতার দল। যেদিন থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হতেন, সেদিন থেকে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত।

তারা তাদের যুদ্ধগুলোতে এমন সামরিক জাতির পরিচয় দিতেন, যাদের একজনও রক্তের ট্যাক্স পরিশোধ করা থেকে মুক্ত থাকত না। চাই আলেম, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, কৃষক বা যা-ই হোক না কেন। তবে যদি স্বয়ং উম্মতই তাদেরকে অন্য কোন জিহাদে

নিয়োজিত করত, যেটা ব্যাপক জিহাদেরই আবশ্যকীয় বিষয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

আমাদের পিতৃপুরুষগণ আল্লাহর প্রজ্ঞাময় শরীয়তের উপর আপতিত সকল আগ্রাসন ঠেকাতেন। জিহাদ ও পরিশ্রমের চিহ্ন তাদের দেহে সুস্পষ্ট থাকত। আপনি তাদের জীবনীতে এমনটা খুব কমই পাবেন যে, তাদের দেহে আল্লাহর পথে আঘাত ও জখম স্পর্শ করেনি।

অতঃপর গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় কেমন সামরিক ব্যবস্থা ছিল! কিভাবে তিনি নিজেই বছরে একবার মুসলিম যুবকদের সামরিক সমীক্ষা চালাতেন। কিভাবে তিনি পনের বছরের কিশোরদেরকেও রক্তের ট্যাক্স আদায়ের জন্য একেকজন দায়িত্বশীল পুরুষ হিসাবে প্রস্তুত করতেন এবং বৃহৎ নেতৃত্বের অধীনে তাদেরকেও অস্ত্রবহনের অনুমতি দিতেন!

আর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময় তো কোন সন্দেহ নেই যে, জিহাদই ছিল তাদের নিকট ইসলামের সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। এ ব্যাপারে অনেক বর্ণনা আমাদের ইসলামী ঐতিহ্যকে পরিপূর্ণ করে রেখেছে।

হে শামের বাহাদুর সিংহগণ! আপনারা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, জিহাদ হল প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হুকুম। আল্লাহ এর মাধ্যমে আপনাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষিত করবেন। তাই আপনারা যুদ্ধে নত হবেন না। সুখ-আনন্দ যেন আপনাদেরকে দুর্বল করে না ফেলে।

জিহাদ ও মুজাহিদগণের যে ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে, তার মাধ্যমে নিজেদেরকে উন্মুক্ত করে দিন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম

রহ. আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহর পথের মুজাহিদের দৃষ্টান্ত হল, সেই রোজাদার ও কুরআন তেলাওয়াতে রত নামাযীর ন্যায়, যে, মুজাহিদ ব্যক্তি জিহাদ হতে ফিরে আসা পর্যন্ত রোজা ও নামায থেকে একটুও বিরতি দেয় না।”

এমনিভাবে ইমাম বুখারী রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোন বান্দার দু’পা আল্লাহর পথে ধুলোময় হওয়ার পর কিছুতেই তাকে আগুন স্পর্শ করতে পারে না।

আপনারা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, তরবারীর এমন ভূমিকা রয়েছে, যার দ্বারা রক্ত হেফাজত থাকে, কিন্তু তা দলিল-প্রমাণ দ্বারা হয় না। আর দলিল-প্রমাণের এমন ভূমিকা রয়েছে, যার দ্বারা বিশ্বাস অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে, কিন্তু তা তরবারী দ্বারা হয় না, চাই তা সদা উচ্চকিত তরবারী হোক না কেন। এমনিভাবে বর্ষা দ্বারাও হবে না, চাই তা এফোড়-ওফোড়কারী হোক না কেন।

কিন্তু তরবারী আপনাদের শত্রুদেরকে বাধ্য করবে, ভালবাসা বা ভয়ে আপনাদের রক্ত হেফাজত করতে। তাই রক্ত ছাড়া কোন কিছুই রক্তপাতকে প্রতিহত করতে পারে না। হত্যা ছাড়া কোন কিছুই হত্যা বন্ধ করতে পারে না। আল্লাহ সত্যই বলেছেন:

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون

“এবং হে বুদ্ধিমানেরা! কিসাসের ভেতরে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন (রক্ষার ব্যবস্থা)। আশা করা যায় তোমরা (এর বিরুদ্ধাচরণ থেকে) বেচে থাকবে।” [সূরা বাকারা-১৭৯]

তাই হে শামের সিংহগণ! সংকল্প সুদৃঢ় করুন! আপ্রাণভাবে আপনাদের জিহাদকে চালিয়ে যান। আর সবর ও সালাতের মাধ্যমে এর উপর সাহায্য প্রার্থনা করুন। আল্লাহ আপনাদের সাথে আছেন। তিনি কখনোই আপনাদের আমলসমূহ বাতিল করবে না।

পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

